হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 1, D.L. No. 140 dt 25/08/2010, Rs. 1.00, September 2010

''হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে (বৃটিশ) অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব হিন্দুরই। মুসলমানরা মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে-- এদেশে তাহাদের চিত্ত নেই।''

--শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা)

হিন্দুর বিধ্বস্ত বাড়ী

কার্তিকপুরের ভাঙা কালীমূর্তি

দেগঙ্গায় লুঠ হল হিন্দুর সম্পত্তি, ভাঙ্গল মন্দির, আক্রান্ত পুলিশ

প্রকাশ দাস, ১০সেপ্টেম্বর'১০ ঃ উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা থানার পাশে চট্টলপল্লী। চট্টলসমিতির বহু বছরের দুর্গাপূজা, এবছরও সেখানে দুর্গাপূজার প্যান্ডেল তৈরী হচ্ছিল। এর পার্শ্বে আছে কবরস্থান, কিন্তু স্থানটি বিতর্কিত। স্থানীয় লোকেদের বক্তব্য, কবরস্থানের জমি নিয়ে কেস চলছে। কবরস্থান এবং পূজার স্থানের মাঝে রাস্তার মাটি খুঁড়ে দেয় এবং সেটি ঘিরে দেয় মুসলিম ভায়েরা। চট্টলসমিতির লোকজন অনুনয় বিনয় করে যাতে জায়গাটি না ঘেরে, তাহলে পূজা করতে পারবে না। বাধা দিতে গেলে আক্রমণ করে। আক্রমণকারীদের ইট, কাচ, ভাঙ্গা বোতলের আঘাতে সমিতির অনেকে আহত হয়। ওসির মাথায় ইঁট মারে, কাঁচের আঘাতে হাত কেটে যায়। বিরাট নারকীয় কান্ডের ঘটনাস্থল এটি, সময় আনুমানিক দুপুর ১২.০০টা থেকে ১.০০টা। দিন ৬ সেপ্টেম্বর সোমবার। কিন্তু ঘটনা ছড়িয়েছে একশ বর্গ কিমি জুড়ে। ঐদিনই সন্ধ্যার আজানের পর বেলিয়াঘাটা, দোগাছিয়া সহ অনেক গ্রাম থেকে হাজার হাজার মুসলিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ করে। লক্ষণীয়, মূল ঘটনাস্থল থেকে বেলিয়াঘাটার দূরত্ব ১০কিমি-রও বেশী। সেই বেলিয়াঘাটা বাজারের আনুমানিক ২০০ দোকান লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দেগঙ্গা থানা থেকে কার্তিকপুর বাজার দুই পাশের হিন্দু দোকান লুঠ করা হয়েছে। টাকি মেইন রোড, ৭ তারিখ মঙ্গলবার বিকালেও পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ উড়ে ছে। কার্তিকপুর সবজিবাজার সম্পূর্ণ ধ্বংস। দেগঙ্গা থানার সামনেই তিনটি দোকান ভাঙ্গে। একটি দোকান থেকে সঞ্জয় নামে এক ব্যক্তিকে বের করে মারতে থাকে যার অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাজারের সাহা মোবাইল, শ্রীকৃষ্ণ মোবাইল, কানাই গুপ্তর মুদির দোকান, সুধীর, অধীর, রণধীর চৌধুরীদের মুদির দোকান লুঠ ও সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। বিপ্লবী কলোনীর কালী মন্দির ভেঙ্গে দেয়, কার্তিকপুর মোড়ের মন্দিরে গেট বন্ধ থাকায় বাঁশ দিয়ে গুতিয়ে কালী মূর্তি ভেঙ্গে দেয়। এছাড়াও কয়েটি মন্দির ভাঙ্গে। বাজারের একটি ডেকরেটারের বাঁশ তাদের হাতিয়ারের কাজ করে। একটি ফার্নিচারের দোকান থেকে তিন পিস খাট গাড়ীতে করে তুলে নিয়ে যায়। পুলিশের গাড়ী সহ চারটে গাড়ীকে জ্বালিয়ে দেয়।

কার্তিকপুর বাজারের পাশ দিয়ে আর একটি দল হাসপাতাল রোডের আসে পাসের দোকান ভাঙচুর, লুঠ ও অগ্নিসংযোগ করে। এই সব তান্ডব দেখে হাসপাতালের ডাক্তাররা ভয়ে পালিয়ে যায়। বিশ্বনাথপুরে ভবেন মাষ্টারের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটিকে ভাঙচুর করে। বাড়ীতে ঢিল ছোঁড়ে। এখানেই রাস্তার পাশে কেনা সরকার এর ছোট সাইকেল সারানোর দোকান, দোকানে কেক, বিস্কুট সহ খাবারও থাকে। সেটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এরই পাশে গরীব কার্তিক বৈদ্যের ছোট্ট দোকানটিও আজ আর দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশ্বনাথপুর এলাকার পেছনের অনেক বাড়ীতে হামলা চালায়। কিরণ চ্যাটার্জীর বাড়ীর শিব মন্দির সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দেয়। আরো ভেতরের দিকের বাড়ীতে চলে অত্যাচার। তরুণ ভৌমিক (ঝুনু), কল্যাণ দত্ত দুজনের বাড়ী আক্রমণ করে জ্বালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কার্তিকপুর বাজার থেকে হিন্দু লোক এসে বাধা দেয়। আবার আসলে তাদের বোঝাতে গেলে হিন্দুদের আক্রমণ করে। অনাথবন্ধু ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক প্রসাদ বসুর মাথা ফাটিয়ে দেয়। এলাকার কুন্তল দাসের বাড়ীর গেট ভেঙ্গে কোয়ালিস গাড়ী ভাঙচুর করে। খেজুরডাঙ্গা, চ্যাঙদোনা, দোহাড়িয়া, পালপাড়া বহু জায়গায় হামলা চলে। বারাসাত চাঁপাডালি থেকে বসিরহাটগামী বাসে উঠলে বেলিয়াঘাটা বাজার থেকে দেগঙ্গা সম্পূর্ণটাই টাকি মেন রোড রাস্তার দুপাশে দেখা যাবে দোকান, বাড়ী, মন্দির ভাঙচুর, পোড়ানো, যেন শ্মশানের গোধূলি লগ্ন। কত দোকান, কত বাড়ী? উত্তর-খবরের কাগজে ৩০০ দোকান, ৫০ টি বাড়ি, পুলিশের সহ চারটি গাড়ী। স্থানীয় লোকেদের বক্তব্য কম করে ৫০০ দোকান, ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। এই ঘটনা দুদিন ৬ ও ৭ তারিখ চলার পর ৮ তরিখে কিছু পত্রিকায় খবর প্রকাশ পায়। এই ঘটনায় কোন রাজনীতির রঙ নেই। ঘটনাটি ঘটে হাজি নুরুল ইসলাম সেখানে উপস্থিত। প্রশাসনকে জানালে ছুটে গেছেন। ঘটনা সামাল দিতে বিশাল বাহিনী ও র‍্যাফ নিয়ে ডি এস পি (ট্রাফিক) অশোক রায় এবং অন্য একজন ডি এস পি গেলে সেখানে পৌঁছানো মাত্রই তাদের মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারে। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, অশোকবাবুকে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ বাহিনীকেও অনেক সময় এলাকায় ঢুকতে না পেরে পালিয়ে আসতে হয়েছে। বেলিয়াঘাটায় গোলাগুলি ও চলে। উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৈয়দ মহম্মদ হোসেন মির্জার নেতৃত্বেও বিশাল বাহিনী এলাকায় গেছে। এক সময় এলাকায় ঘুরে ঘুরে ১৪৪ ধারা

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

সাগরসঙ্গমে মুসলিম মৌলবাদ

সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত গঙ্গাসাগরে রুদ্রনগর বাজারে হিন্দুর জমিতে মুসলিম মাদ্রাসা, এতিমখানা ও মসজিদ নির্মাণের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে হিন্দুরা জোট বেঁধেছিল। সংহতি সংবাদের গত মার্চ মাসের সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছিল।

বিতর্কিত জমির মালিক নির্মল মণ্ডল বর্ষাকালীন চাষের জমিতে পাওয়ার টিলার নামালে মুসলিম প্ররোচনায় সাগর থানা থেকে পুলিশ ঐ পাওয়ার টিলার তুলে নিয়ে যায়। পরে নির্মল মণ্ডল মামলার মাধ্যমে পাওয়ার টিলার সহ চাষের অধিকার ফিরে পান। এতে ঐ বিতর্কিত জায়গায় হিন্দুর অধিকার সাব্যস্ত হয়। তবুও গোপনে মুসলমানরা ঐ জায়গার অধিকার লাভ এবং ঐ জায়গাতেই স্থানীয় অহল্যা ক্লাবের দুর্গাপূজা আটকানোর মতলব আটতে থাকে। রমজান মাসের শুরুতেই হঠাৎ দেখা গেল অহল্যা ক্লাবের অদূরেই রুদ্রনগর বাজারে একটি জায়গাতে ইফতারের পর নামাজ পড়তে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয় রুদ্রনগর বাজারে স্থানীয় কোন মুসলমান না থাকলেও পাশ্ববর্তী খানসামাবাদ, কমলপুর, সাগর কলোনীর বহিরাগত মুসলমানরা ঐ নামাজ পড়তে থাকে। এই ঘটনায় সচকিত হিন্দু ব্যবসায়ীরা থানায় অভিযোগ জানালে বলা হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে এই নামাজ পড়তে দেওয়া হোক, যাতে আসন্ন অহল্যা ক্লাবের দুর্গাপূজার কোন অসুবিধা না হয়। স্থানীয় হিন্দুরা এই যুক্তি মানতে চাননি এবং জমির মালিক নির্মলবাবু প্রকাশ্যে মুসলমানদের অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করেন।

গত ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৭.৩০টা নাগাদ হঠাৎ তিন-চারজন মুসলিম দুষ্কৃতি নির্মলবাবুকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে পেটাতে থাকে। ভীত সন্ত্রস্ত নির্মলবাবুর চিৎকারে স্থানীয় হিন্দুরা জড়ো হয়ে ঐ মুসলমানদের পাল্টা মার দেয়। মুসলমানদের ছেড়ে দিলে তারা এলাকায় গিয়ে অন্যান্য মুসলিমদের অপপ্রচার করে

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

দেগঙ্গায় হিন্দুর উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতির জোরালো প্রতিবাদ, বারাসাত ১৮ সেপ্টেম্বর।

সংবাদ আগামী সংখ্যায়

আমাদের কথা

দেগঙ্গায় হিন্দু সংহতির ভূমিকা

দেগঙ্গায় পাঁচশ হিন্দু দোকান, ঘর, বাড়ি পুড়লো ভাঙলো লুট হলো। চারটে মন্দির ভাঙলো। তবু কোন খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেল দেখালোনা। হিন্দুর কান্না, নারীর আর্তনাদ কেউ শুনতে পেলো না। প্রশাসনের তো খুব মজা। প্রতিকার করার জন্য, আটকানোর জন্য কোন চাপ নেই। ৬ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় ঘটনা শুরু। দুপুর ৩টে থেকে হিন্দু সংহতির দপ্তরে খবর আসা শুরু হল। টিভির রিমোটে একের পর এক বোতাম টিপেও কোন খবর পাওয়া গেল না। জানাই ছিল। সুতরাং নেমে পড়তে হল অতি ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে। 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়'। তবে এখানে কুম্ভ নয়, ক্ষুদ্র সংহতি। আর বুঁদিগড়ও নকল নয়, আসল। হাতিয়ার ইন্টারনেট আর সংহতির বাইরের বন্ধুরা।

এ রাজ্যের, এদেশের মিডিয়াকে নিয়ে আমরা হিন্দুত্বের কর্মীরা অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি বহু বছর ধরে। হিন্দুর উপর অত্যাচার, হিন্দুর ধর্মের উপর আক্রমণ, হিন্দুর নারীর আর্তনাদে এরা বধির, মূক। আর কোথাও খোঁচাখোঁচা দাড়ি নিয়ে একটা ছেলে মাথায় গেরুয়া কাপড় বেঁধে হাতে একটা কাঠের ত্রিশূল—এরকম একটা ছবি পেয়ে গেল তো মিডিয়া আমাদের ব্যাস বশিষ্ট বিশ্বামিত্রের মহান হিন্দু ধর্মকে শূলবিদ্ধ করার জন্য নাওয়া খাওয়া ছেড়ে ওভারটাইম করতে লেগে গেল। এই দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার পর মনস্থির করেছি, ছেকুলার মিডিয়া আর Pampered সাংবাদিকদের পিছনে আর সময় নষ্ট করব না। ইন্টারনেট আমাদের হাতে যে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে তা ব্যবহার করে গোটা বিশ্বকে জানাবো সেইসব ঘটনা যা এখানকার মিডিয়া তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্য চেপে রাখতে চায়।

তাই দেগঙ্গার ঘটনাকে একের পর এক মেলের দ্বারা সোমবার রাত্রি থেকেই আমরা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলাম। আমাদের সভাপতি সদ্য আমেরিকা সফরে জানিয়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে হিন্দুর উপর ইসলামিক মৌলবাদীদের অত্যাচারের কথা। ফক্স-নিউজের মত বিশ্ববিখ্যাত সংবাদ সংস্থা তা দুভাগে প্রকাশ করেছে। তাই ক্ষেত্র কিছুটা প্রস্তুত হয়েই ছিল। সুতরাং, দেগঙ্গার খবর সহজেই ছড়িয়ে পড়ল গোটা বিশ্বে। বিশ্ব সাড়া দিল সোমবার গভীর রাত্রি থেকেই। আমেরিকাসহ বহু দেশ থেকে টেলিফোন আসতে লাগল কলকাতা ও দিল্লীতে। ফোনাক্রান্ত করা হল অনেক মন্ত্রী, নেতা—নেত্রী ও সরকারী প্রশাসকদের। চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজি, আই জি থেকে শুরু করে ডিএম বিনোদ কুমারকে পর্যন্ত জানানো হল—বহু ঘটনার মত দেগঙ্গার ঘটনাকে ধামা চাপা দেওয়া যাবে না। আপনারা এখনই ব্যবস্থা নিন। না হলে মানবাধিকারের সমস্ত দরজাই আমরা নক্ করব। তাদেরকে জানানো হল, দেগঙ্গার নির্যাতিত হিন্দুরা একা নয়। ইসলাম যদি বিশ্ব উম্মা গড়তে পারে, আমরাও 'হিন্দু উম্মা' গড়ে তুলছি। জানানো হল, কাশ্মীরের মুসলমানের জন্য যদি কানাডার মুসলমান রাস্তায় নামতে পারে, তাহলে দেগঙ্গার হিন্দুর জন্যও নিউ ইয়র্কের হিন্দুরা রাস্তায় নামবে। এই চেতাবনীতে কাজ হল। সাত তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই সেনা নামল। ঐ দিনেই দুপুরে উন্মত্ত মুসলিমরা ঘোষণা করেছিল যে সেদিন রাত্রে দেগঙ্গা হবে নোয়াখালি, সমস্ত হিন্দু নারীর ইজ্জত হবে লুণ্ঠিত। সেদিন সন্ধ্যায় সেনা নামায় সেই দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেল হিন্দুরা। দিল্লীও একটু নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য হল। দিল্লী মানে শুধু কেন্দ্র সরকার নয়, বিরোধী দলও। বিজেপি তাদের দুজন অখ্যাত এম পি কে পাঠাল। কিছুটা কাজ হল। দেগঙ্গার ঘটনা বিশ্ব সংবাদের মহাসাগরে এখনও ঢেউ তুলছে। এই ঢেউ এর ধাক্কা অনেককে সামলাতে হবে।

এদিকে হিন্দু সংহতির ফুট সোলজাররা রাস্তায় নেমেছে। বিক্ষোভ মিছিল, রেল অবরোধ, হ্যান্ডবিল, পোস্টার সব চলছে। কারণ আমরা মনে করি দেগঙ্গা শুধু হিন্দুর উপর অত্যাচার নয়। আর একবার দেশভাগের অশনি সংকেত। হিন্দু সংহতির প্রতিটি কর্মী সদস্যের কাছে এই নির্দেশ ঃ আমাদের স্থান দর্শকের গ্যালারীতে নয়, সংগ্রামের ময়দানে।

প্রথম পাতার শেষাংশ

দেগঙ্গায় লুঠ হিন্দুর সম্পত্তি,...

জারির কথা ঘোষণা করতে হয়েছে এস ডি পিও (বারাসাত) মেহমুদ আকতারকে। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হলে ৭ তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী নামাতে হয়। ঘটনার দ্বিতীয় দিনে বনধ্ থাকায় প্রতিবেদক কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে মটর সাইকেলে করে বেড়াচাঁপার এক ইন্সিওরেন্স এজেন্ট বন্ধুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কদম্বগাছী পেরনোর পরেই কয়েকজন যুবক হাত দেখিয়ে গাড়ী আটকায়। থামলে প্রশ্ন করে কোথায় যাবেন। বললাম বেড়াচাঁপা। পরের প্রশ্ন আপনারা হিন্দু না মুসলমান। বললাম তা তো ভাবিনি। বলল, গোলাবাড়ী বাজারে হিন্দুদের মারছে। বললাম তোমরা কি ভাই। বলল মুসলমান। বললাম তোমরা আমাদের মারবে? বলল—না, তবে সামনে গেলে মার খাবে। তবুও একটু এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসি। তারাই আমাদের উদ্দেশ্যে গালি পেড়ে বলল.....ছেলেরা বেঁচে গেল! আমরা হিন্দু মুসলমান না ভাবলেও ওরা আমাদের ভাবতে শেখায়। এর পর মাথায় জেদ চাপলো যাবোই। তখন খোঁজ নিলাম। পথনির্দেশ হল বিড়া চৌমাথা থেকে বদর অভিমুখে যেতে উদয়ন পল্লী মোড় থেকে ডান দিকে রাস্তা দিয়ে সোজা চাঁদপুর বাজার। সেখান থেকে ডান দিকে বিশ্বনাথপুর হয়ে কার্তিকপুর মোড় টাকি মেন রোড শুরু। ঘটনা ঘটার একদিন পরে বিকালে। দেগঙ্গায় ঢোকার পাকা রাস্তার দু'পাশে শুধই পোড়া দোকান, বাড়ি, গাড়ি, ভাঙ্গা মূর্তি। রাস্তাময় ছাইয়ের স্তূপ। তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছিল রাস্তার পাশের দোকান ও বাড়ী থেকে। রাস্তায় ছড়ানো ছিল আলু, পটল, উচ্ছে। দমকল এসেও কিছু কাজ করেছে। ঘটনায় মারা গেছে সংবাদ সূত্রে একজন। আহত হয়েছে অর্ধশত। নির্যাতিত নারীরা কখনো মুখ খুলবে না। সে সংখ্যাটাও কম নয়। প্রতিবেদক চাঁদপুর বাজার থেকে বিশ্বনাথপুর যাবার পথে বহু মোড়ে মুসলিমরা ছিল। খেজুরডাঙ্গা মোরে জটলা পাকানো মুসলিম ভাইয়েরা আমাদের উদ্দেশ্যে গালি পেড়ে বলল, শালাদের আটকে চেক করা দরকার! ঘটনার তিনদিন পরেও সেখানে বহু এলাকায় নতুন নতুন অত্যাচারের খবর আসছে। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত একজন ফোনে জানালেন—দেগঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি চন্দ্রশেখর দাস তিনজনকে গ্রেফতার করেছেন—গোপাল দাস, লব দাস, কুশ দাস ও চনা বনিক। সম্পূর্ণ আক্রমণ করে ধ্বংসলীলা চালানো মুসলিম ভাইয়েরা এখনও পর্যন্ত জানা মত সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। পাঠকরা অপেক্ষা করুন, রাজনীতি করুন, সপ্রীতি করুন, যাতে খুব শীঘ্র বাংলাকে ভূস্বর্গ বানানো যায়। অফ্ রেকর্ড—কিছু পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবিকে নন্দীগ্রামের মত দেগঙ্গার ঘটনা নিয়ে অবগত করালে বা তাদের যেতে অনুরোধ করলে বলেন, ''আমরা জানি ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এটা নিয়ে এমন কিছু করবনা যাতে হ্যান্ডেলটা সি পি এমের হাতে চলে যায়। ২০১১ র পরিবর্তনটা মাথায় রাখতে হবে''। ধন্যবাদ তাঁদেরকে। এর নামই তো পরিবর্তন!

ছয়টি গ্রামের অত্যাচারিত

হিন্দুদের আবেদন

মাননীয় সভাপতি, হিন্দু সংহতি

মহাশয়,

আমরা মায়হাউড়ী অঞ্চলের অন্তর্গত-আনন্দপুর, পদুয়া, মায়হাউড়ী দাড়া, বটতলা ও ঘোষালের চক্ গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা হইতেছি। বর্তমানে আমরা মুসলমান সন্ত্রাসকারী ও হিন্দু বিদ্বেষকারী মুসলিম রাজনীতি নেতাদের অত্যাচারে অত্যাচারিত ও আক্রান্ত।

গত ১/০৭/১০ তারিখ বুধবার জীবন মন্ডল হাটের উপর রথের মেলায় কিছু মুসলিম যুবক হিন্দু মেয়েদের উদ্দেশ্যে অশালীন কথাবার্তা ও অসভ্য আচারণ করতে থাকে। মেলায় ভলেন্টিয়ার হিন্দু যুবক—ধনঞ্জয়, মহেশ, রামকুন্ডু, জগদীশ, বুদ্ধিশ্বর ও মিন্টু সরদার এবং ভোলা হালদার, রতন কয়াল ও আর অনেকে তীব্র প্রতিবাদ করে মেলা থেকে চলে যেতে বলে। তখন যুবকগুলি গালাগালি দিয়ে বলে যায়, আমরা আসছি। তার কয়েক ঘন্টার মধ্যে পদুয়া, ঢালী পাড়া, বটতলা, তালতলা বাঘমারী-মুসলিম সমাজ বিরোধী নজিবুল, মনিরুল, সালাম, ময়না ও আর অনেকের নেতৃত্বে প্রচুর মুসলমান লোকজন আগ্নেয়াস্ত্র সহ মেলার কাছাকাছি উপস্থিত হয়। ফলে ভয়ে ও আতঙ্কে মেলার লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে রাত্রি ১০ টার সময় S.U.C.I নেতা খালেক মোল্লা ও মোবারক মোল্লা C.P.I.M এর ব্লক সভাপতি আবুল হোসেন লস্কর ও মোকাচ্ছেদ এবং T.M.C নেতা সালাম মোল্লা একত্রিত হয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের রাস্তা বের না করে, মুসলিমদের ধর্মীয় উস্কানি দেয় এবং ওই একই রাত্রে থানায় দিলীপ মন্ডল, মায়াহাউড়ী অঞ্চলের S.U.C.I এর প্রধান মুকুন্দ হালদারের ছেলে নিখিল হালদার, দেবু সাঁপুই সহ কয়েকজনার নামে কেস করে। ও রাত্রে পুলিশ এনে খালেক মোল্লা এক হিন্দু যুবককে তুলে দেয়। ১/০৭/১০ তারিখ রাত্রি ১২ টার সময় আবুল, খালেক, মোকাচ্ছেদ, ও অন্যান্যদের প্ররোচনায় পুলিশ হিন্দুদের উপর লাঠি চার্চ করে, এর ফলে কয়েকজন হিন্দু যুবক আহত হয়। মুসলিম নেতাদের কদর্য ভূমিকার ও প্রশাসনের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে ১৩/০৭/১০ তারিখে ৪০০ থেকে ৫০০ জন হিন্দু মানুষের উপস্থিতিতে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। প্রচুর মানুষের সমর্থন রাজনৈতিক দাদাদের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। তাই তারা পুনরায় ১৯/০৭/১০ তারিখে ষড়যন্ত্র করে। মগরাহাট, কাশীপুর, দাউদপুর, বাইশহাটা, বাঁটরা থেকে প্রচুর সন্ত্রাসকারী মুসলিম ডাকাতদের জড়ো করে। এবং বেলা ৯-টার সময় স্থানীয় মুসলিম দুষ্কৃতিকারী সালাম মোল্লা, নাজবুল, খালেক মোল্লা, মনিরুল, সাইফুল ও বাইরে থেকে আসা সমাজ বিরোধীরা মিলে জীবন মন্ডল হাট আক্রমণ করে। খোকন সরদার সহ কয়েকটি হিন্দু দোকান ভাঙচুর ও লুটপাঠ করে এবং হিন্দুদের নাম ধরে ধরে গালাগলি করতে থাকে। এর ফলে এলাকার হিন্দু মানুষরা উত্তাল হয়ে ওঠে ও সংহতির ছেলেদের কাছে সহযোগিতা চায়। ৩০/০৭/১০ তারিখ শুক্রবার। জীবন মন্ডলের বাজার বসে। কিন্তু হাটের দিন কোন মুসলমান হাটে দোকান লাগায়নি ও খোলেনি। হাট চলাকালীন মুসলমানরা চেচাঁমেচি ও ছোটাছুটি শুরু করে। ফলে হাটের মধ্যে প্রচুর মানুষ যে যার মত প্রাণ ভয়ে পালাতে থাকে। শুরু হয় লুটপাট। অস্থায়ী দোকানের যেমন মাছপট্টি, কাপড়, সব্জি, চাল পট্টির মাল মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে একাকার হয়ে যায়, বড় দোকানের সাটার পড়ে যায়। পরে পুলিশ এসে ওই খালেক মোল্লা ও সালামের সহযোগিতায় জয়নগর হিন্দু সংহতির সম্পাদক জয়ন্ত সরদারকে অন্যায় করে গ্রেপ্তার করে। আজও জয়নগর ও কুলতলীর বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম সন্ত্রাসকারীদের প্ররোচনায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলছে, এমন কি চলছে ডাকাতি। রাস্তায় হিন্দু ছাত্র ছাত্রীদের ধরে প্রহসন, মস্তানি, বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ, বিশ্বাসঘাতক নেতাদের জন্য আর কতদিন হিন্দুদের নারকীয় অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। এর প্রতিকার করার জন্য আপনার নিকট আবেদন জানাচ্ছি। ধন্যবাদসহ

—ছয়টি গ্রামের নিপীড়িত হিন্দু সকল।

প্রথম পাতার শেষাংশ

সাগরসঙ্গমে মুসলিম মৌলবাদ

উত্তেজিত করে, ফলস্বরূপ দুপুর ১-৩০ নাগাদ বাজার যখন খালি তখন পাঁচ-ছটি বাইকে করে ১৫/২০ জন মুসলিম যুবক ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ও বোমার বস্তা নিয়ে এলাকায় হাজির হয়। অহল্যা ক্লাবের নিকটে তিনটি বোমা চার্জ করে এলাকার হিন্দুদের সরে যাবার হুমকি দেয়। হিন্দুরা সাহসে ভর করে প্রায় চারশো হিন্দু জড়ো হয়ে ঐ বাইকগুলি ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু থানা থেকে পুলিশ পৌঁছে যাওয়ায় ঐ ঘটনা থেকে হিন্দুদের নিরস্ত্র করে যাতে উপস্থিত জনতার কোন ক্ষতি না হয়। সুযোগ বুঝে খানসামাবাদ থেকে আগত ঐ জেহাদী মুসলিম দলটি পালাতে সক্ষম হয়। পুলিশের সামনে থেকে মুসলিম দুষ্কৃতিদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, অবিলম্বে দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের দাবী জানায়। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রনগর এলাকার সকল জনতা লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দেয় এবং কোন কারণেই এলাকায় কোন মুসলমান ঢুকতে দেবে না বলে তৎপরতা শুরু করে। ঘটনার তীব্রতা দেখে কাকদ্বীপের এস.ডি.পি.ও., সি.আই. অকুস্থলে পৌঁছান ও হিন্দুস্বার্থ রক্ষাকারী নেতা শিবেন্দু মণ্ডল ও অহল্যা ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। অন্যায়ভাবে যে জায়গা দখল করে নামাজ পড়া হচ্ছিল সেই জায়গাতে একটি তুলসী মঞ্চ ও দুর্গা ঠাকুরের কাঠামোকে স্থাপন করা হয়। পুলিশ অহল্যা ক্লাবের চারিদিকে ২০০ মিঃ এলাকা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করে। প্রায় চার হাজার হিন্দু একত্রিত হয়ে এই মুসলিম আগ্রাসনের প্রতিবাদে সামিল হয় এবং গঙ্গাসাগর এলাকাতে বনধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মুসলিম দুষ্কৃতিদের আক্রমণে গুরুতর আহত নির্মল মণ্ডল সাগর থানায় ডায়েরি করেছেন (জিডি নং ২৮, তাং ১-৯-১০)। পুলিশ প্রশাসন ঐ ডায়েরিতে উল্লেখিত যে ছয়জন দুষ্কৃতিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার হবে বলে জানিয়েছেন, তারা হলো, সেখ সাইফুল, সেখ ফরিদ, সেখ মসিবুল, সেখ সামসুল, সেখ ফরাদ ও সেখ সাইবুল। খবরে প্রকাশ, বোমাবাজি কাণ্ডের নায়ক সেখ সামসুল স্থানীয় সিপিএম নেতা সেখ ইসমাইল ও তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের নেতা আব্দুল কাহারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাজনীতি নির্বিশেষে মুসলিম নেতারা তলে তলে হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান গঙ্গাসাগরের ইসলামীকরণের জন্য জোট বেঁধেছে। গত কয়েকবছরে গঙ্গাসাগরে জামায়াতে ইসলামি হিন্দ, জমায়াতে উলেমা, ফুরফুরা মুজাদ্দেদ মিশন, পি.ডি.সি.আই., মুসলিম লীগ ও কোরান প্রচারকেন্দ্রের কাজকর্ম ভীষণভাবে বেড়ে গেছে।

আমেরিকায় ঘুরলাম না ছুটলাম!

তপন কুমার ঘোষ

ইচ্ছা ছিল আমেরিকা ভ্রমণ নিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখব। কিন্তু ফিরে কলকাতায় আসতে না আসতে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেগঙ্গা। স্নান খাওয়া মাথায় উঠল, রাতের ঘুম উড়ে গেল। শুধু দেগঙ্গা নয়। দক্ষিণ সাঁকরাইলের বেআইনী মসজিদ, জয়নগর ঢোসার হিন্দুর উপর অত্যাচার, জ্যাঙ্গালিয়া গ্রামে বিশ্বকর্মা পূজার মন্ডপ ভেঙ্গে দেওয়া নিয়ে সংঘর্ষ, সাঁকরাইলে মানিকপুরে সংঘর্ষ, রাজারহাটে গরুর হাড় ফেলা নিয়ে উত্তেজনা– একের পর এক ঘটনার সংবাদে আমেরিকা মাথায় উঠল। আমাদের কাগজটা বের করতেও দেরী হয়ে গেল।

তবুও বহু পাঠকের অধীর অপেক্ষার কথা ভেবে আমার আমেরিকা ভ্রমণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি।

যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে ৫ থেকে ২৬ আগষ্ট পর্যন্ত মোট ২২ দিন আমেরিকায় শুধু ছুটেছি। তবে নিজের ইচ্ছায় নয়। আমার সেখানকার ছেলেরা আমাকে ছুটিয়েছে। এই ২২ দিন কাজ বাদ দিয়ে বেড়ানো বা ঘোরার সময় পেয়েছি ২ দিন রাত ১০ টার পর ২ ঘন্টা করে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন, আধদিন MIT সহ বস্টন শহর, আধদিন শিকাগো, আধদিন হিউস্টনে নাসা, আর একদিন ওয়াশিংটন ডিসি তে মাত্র তিনটি দর্শনীয় স্থান--হোয়াইট হাউস, ক্যাপিটল হিল এবং এয়ার–ডিফেন্স মিউজিয়াম। খুবই লজ্জার সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমেরিকার বিখ্যাত 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'ও দেখার সুযোগ পাইনি। তবে আমার জীবনের সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাঙালি হয়েও এখনও দীঘা-দার্জিলিং দেখিনি যদিও শিলিগুড়ি গেছি ২০০ বার। তিরুপতি, মাদুরাই, মীনাক্ষী, কন্যাকুমারী দেখিনি, যদিও চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ গেছি বহুবার।

মোট কতগুলো প্রোগ্রাম করেছি তাও সঠিকভাবে বলা কঠিন। কারণ, প্রায় প্রত্যেকটি লাঞ্চ বা ডিনারে হয় কোন গ্রুপের সঙ্গে, অথবা কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে। ফলে খাবারের দিকেও মন দিতে পারিনি। আর পিৎজা একটু মুখে দিয়েই ক্ষিধে ছুটে গেছে।

এইবার অনুষ্ঠানগুলোর একটু বর্ণনা। দুটি সংস্থা আমাকে আনুষ্ঠনিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং যাতায়াতের সম্পূর্ণ বিমানভাড়াও দিয়েছিল। হাতে টাকা নয়, টিকিট দিয়েছিল। 'ইন্ডিয়ান--আমেরিকান ইন্টেলেক্চুয়াল ফোরাম' এবং 'হিন্দু কংগ্রেস অফ আমেরিকা'। প্রথমটির দপ্তর নিউইয়র্ক এবং দ্বিতীয়টির দপ্তর হিউস্টন। নিউইয়র্ক খুবই বড় শহর। তার একটি অংশ ফ্লাশিং–য়ে বিখ্যাত গণেশ টেম্পল সভাগারে ছিল ৮ আগষ্ট 'হিন্দু ইউনিটি ডে'। ই.আ.ই.ফোরামের সঙ্গে 'টেম্পল সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা' যৌথভাবে আয়োজক। ফোরামের প্রধান নারায়ণ কাটারিয়া এবং টেম্পল সোসাইটির প্রধানা শ্রীমতী উষা মাইসুরকারের সুদক্ষ প্রস্তুতিতে ১০০০ আসনের সভাগার ছিল পরিপূর্ণ। সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবধারার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ এই কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ সুব্রমানিয়ান্ স্বামী। আমি ছিলাম প্রধান বক্তা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি শ্রী আনন্দশংকর পান্ডিয়া। এই সভায় আমি ইংরাজীতে লিখিত ভাষণ পড়েছিলাম বেশ নার্ভাস অবস্থায়। এখানেই ভাষণে ডঃ স্বামী বল্লেন যে, 'কয়েকবছর আগে আমি কলকাতায় তপন ঘোষকে দেখেছিলাম বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একজন অ্যাকটিভিস্টরূপে। আর এখন তাকে দেখছি একজন Full blown Bengali Hindu Leader রূপে।' এই অনুষ্ঠানের খবর কয়েকটা সংবাদপত্রে বের হয়। তার মধ্যে Indian Panorama বড় হেডিং দেয়, "Hindu Society Needs Kshatriya Spirit–Tapan Ghosh"। পরের দিনই জনৈক সি.পি.সিং এর বাড়ীতে আয়োজন করা হয় একটি ডিনার মিটিং এর। এখানে বাংলাদেশের কয়েকজন হিন্দু সহ ২৮ জন বিশিষ্ট ভারতীয় মূলের ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এখানে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের পরিস্থিতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। অনেকেই এই পরিস্থিতির কথা জানতেন না। প্রায় সকলেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

তারপর গেছিলাম বস্টন। সেখানে শ্রী মহেশভাই মেহেতার বাড়ীতে মিটিং হয়। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু কার্যকর্তা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। VHP-America -র মুখপত্রের প্রকাশক নীতিন আনন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের নিউজ লেটারে আমার ভ্রমণ ও বক্তব্য তিনি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছেন। এই বস্টন শহরেই আছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুস্টেস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। দুটি বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আগষ্ট মাস আমেরিকায় গরমকাল। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। তবু M.I.T টা ভাল করে ঘুরে দেখলাম। আমার মত আরও দর্শনার্থী ছিলেন। চীন, জাপান ও দঃ কোরিয়ারই বেশী। বস্টনেই একটু সময় করে আমার বন্ধু ও সহকর্মী কাঞ্চন কালো মানুষদের পাড়াটা দেখালেন। এটা দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। ভেবেছিলাম ভয়ানক কিছু হবে। ভাবাটা মিলল না। আর দেখলাম, দেখলাম মানে গাড়ীতে ঘুরলাম বস্টন শহরের মাটির নীচের রাস্তাগুলো। পুরো শহরটারই নীচে রাস্তা, উপরের জ্যাম এড়ানোর জন্য। নদীর নীচে দিয়েও রাস্তা। পরে ওয়াশিংটনের কাছে বাল্টিমোরে দেখেছি সমুদ্রের নীচ দিয়েও রাস্তা। নিউইয়র্কে হাড্সন নদীর নীচের রাস্তা দিয়েও গেছি। হাঁটার উপায় নেই, সবই গাড়ীতে। নদী ও সমুদ্রকে এরা যেন হাতের মুঠোয় বেঁধে ফেলেছে। বস্টন থেকেই ঘুরে এলাম একদিন 'ডার্হাম' নামে একটা ছোট্ট শহর, নিউ হ্যাম্পশায়ার রাজ্যে। সেখানে আমার এক ভাই বা ভাইপো UNH বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখার সুযোগ পেলাম। আর সুযোগ পেলাম ট্রেনে চাপার। ট্রেন সব প্রাইভেট কোম্পানির। ভিতরটা বিমানের মত। ভাড়াও খুব বেশী। আর ওখানে তো সমস্ত বাড়ী, গাড়ী, বাস, ট্রেন সবই পুরো এসি। কারণ শীতকালে প্রচন্ড বরফ পড়ে। তাই ভিতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা অনিবার্য।

২২ দিনের ভ্রমণে মাত্র একবার বাস, দুবার ট্রেন ও চারবার বিমানে চাপতে হয়েছে। বাকী সব গাড়ীতে।

বস্টনের পর আর এক দফা নিউইয়র্ক। একটা ঘরোয়া মিটিং। তারপর হিউস্টন। এখানে হিন্দু কংগ্রেস অফ আমেরিকার আয়োজনে ১৪ই আগষ্ট ছিল 'হিন্দু মেমোরিয়াল ডে', স্থানীয় ইন্ডিয়া হাউসে। এখানে আমি পাওয়ার পয়েন্ট দেখালাম প্রোজেক্টরের সাহায্যে বড় পর্দায় এবং বক্তব্য রাখলাম ইংরাজী হিন্দি মিশিয়ে। হিউস্টনের অনুষ্ঠানের ফোকাস ছিল ১৯৪৭–এর ভারত বিভাজন এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি। দুজন বয়স্কা মহিলা, যাঁদের বাড়ী ছিল লাহোরে, ৪৭–এ প্রাণ ও ইজ্জত বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। এখানে ডঃ সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার ও শেফালী ঘোষ দস্তিদার বক্তব্য রাখলেন। এখানেও দুটি ডিনার মিটিং হল। একটি রেস্তোঁরায়। অন্যটি সুভাষ গুপ্তার বাড়ীতে। গুপ্তাজী একল বিদ্যালয় ফাউন্ডেশনের আমেরিকার সভাপতি। এঁরা আমেরিকায় অসাধারণ কাজ করছেন। ভারতের সকল বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এঁরা বহু অর্থ সংগ্রহ করে পাঠান।

এই হিউস্টনে আর একটি অনুষ্ঠান হল যা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হিউস্টন দুর্গাবাড়ী, যা বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত, সেখানে ১৫-ই আগষ্ট এক সভায় বক্তব্য রাখলাম। বাংলায়। এখানে কোন পাওয়ার পয়েন্ট, প্রোজেক্টর এসবের প্রয়োজন হয়নি। বাঙালী শ্রোতাদের সঙ্গে মনের তার মেলাতে আমার কোন অসুবিধাই হয়নি। যদিও শুরুতে আমার আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট কম ছিল। আমেরিকার বিখ্যাত অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ রুদ্রনাথ তালুকদার (ওখানে বলা হয় Dr. Rudy Talukdar), ডাঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় এবং ডাঃ অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে হিন্দুত্বের কাজ করেন। এঁদেরকে দেখে একটা কথাই মনে হল যে বাঙালী হলেও সেক্যুলারিজমের কলুষ থেকে এঁরা মুক্ত। সত্যকে এঁরা খোলা সাদা চোখে দেখতে পান, যা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বাঙালীরা পান না। হিউস্টনের এই প্রোগ্রামটি আমাকে অনেক তৃপ্তি দিয়েছে এবং আমার মনোবল অনেক বাড়িয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষে দুর্গাবাড়ী কমিটির সভাপতি এবার দুর্গাপূজায় ওখানে হিন্দু সংহতির কাউন্টার লাগানোর জন্য অনুরোধ করেন। অনুষ্ঠানের পর ডাঃ তালুকদার আমাকে তাঁর স্পোর্টস্ কার-এ করে NASA নিয়ে যান এবং ঘুরিয়ে দেখান। এঁর বাড়ীতে একটি ডিনার মিটিংও হয়েছিল হিন্দু কংগ্রেস অফ আমেরিকার কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে।

হিউস্টনে আর একজনের কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এখানকার সমস্ত হিন্দুত্ব-কর্মীদেরকে এক করে রেখেছেন প্রবীণ গুজরাতী দিলীপ ভাই মেহেতা। এই বয়সে (সত্তর প্লাস) এনার মত কর্মোদ্যম ভারতে দেখা অসম্ভব। বার বার তিনি অক্ষেপ প্রকাশ করেন যে, আমাদের সাধু-মহাত্মারা শুধু প্রেম আর ভক্তির কথা বলে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন। কিন্তু শক্তির কথা বলেন না। তার ফলেই আমাদের হিন্দুসমাজ দুর্বল হয়েছে। দিলীপ ভাইয়ের মতে, আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের ও ধর্মপ্রচারকদের এইসকল কথা–প্রবচন গুলো না হলে হিন্দুসমাজ আরও সবল হত।

আগামী ডিসেম্বরে দিলীপভাই কলকাতা আসার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি তাঁর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

হিউস্টন পর্ব শেষ করে বিমানে ওয়াশিংটন ডিসি। আমেরিকার রাজধানী। এখানে দু ধাপে ঘোরা। মাঝে ২ দিন শিকাগো। সেখানে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রসাদ ইয়েলেমঞ্চি ও গুজরাতী মধুভাই যোশী আমার অনুষ্ঠানের আয়োজক। মানবসেবা মন্দিরে হল সভা। এখানেই ইহুদী অ্যাকটিভিস্ট ডঃ রিচার্ড বেন্কিনের সঙ্গে দেখা হল। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা দুজনেই পরস্পরকে জানতাম। কিন্তু এই প্রথম দেখা। তিনিও বক্তব্য রাখলেন। পোলক্ নামে এক সাহেব তাঁর গাড়ীতে করে ওবামা বিরোধী কার্টুন–পোস্টার নিয়ে ঘুরে বেড়ান। সুযোগ পেলেই সবাইকে দেখান। তিনিও আমার বক্তব্য শুনে আমাদের কাজের জন্য দুশো ডলার আর্থিক সাহায্য করলেন। অনুষ্ঠানের পর এই শিকাগো শহরটা একুট ভাল করে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার প্রধান আকর্ষণ তো ছিল স্বামী বিবেকানন্দ যে হলে ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বেশ খানিকটা খুঁজে ওই স্থানটিতে গিয়েছিলাম। দেখেছি। খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমার কল্পনার সঙ্গে বাস্তব জোরালো একটা ধাক্কা খেল। শিকাগোর আর্ট মিউজিয়ামের মধ্যে হলে স্বামীজী বিশ্বজয়ী সেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই আর্ট ইনস্টিটিউটটি যথেষ্ঠ বড়। বহু দর্শনার্থী সমাগম এতে হয়। কিন্তু স্বামীজীর কথা জানার কোন সুযোগ সেখানে নেই। হলটা তো ভেঙে নতুন করে করা হয়েছে। স্বামীজীর কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই। বাইরে দেওয়ালে অতি ছোট (আন্দাজ ২′×১′), অতি অস্পষ্ট একটি পিতলের ফলকে স্বামীজীর কথা লেখা আছে। কারো নজরে পড়ে না। মধুভাইয়ের কাছে জানলাম যে, ওখানে নাকি স্বামীজীর একটি মূর্তি বসানোর কথা হয়েছিল। মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের বাধায় সেটি বসানো যায় নি। কিছু দূরে একটি সনাতন ধর্ম মন্দিরে সেটি বসানো হয়েছে।

ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি ছিল আনুষ্ঠানিক সভা, একটা মন্দিরে আমার দশ মিনিটের বক্তব্য, দুটি টিভি স্টুডিওতে সাক্ষাৎকার, পি.টি.আই.কে সাক্ষাৎকার, ক্যালিফোর্নিয়ার এম.পি. (ওখানে বলে কংগ্রেসম্যান) এডোয়ার্ড রয়েসের রে বান্ অফিসে সাক্ষাৎকার, রিপাবলিকান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হেরিটেজ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার মিসেস লিজা কার্টিজ এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ফিলিস চেস্লার নমে এক জনপ্রিয় সাংবাদিকের ওয়েব-পত্রিকার জন্য দীর্ঘ লিখিত সাক্ষাৎকার, রবিরার হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘের সাপ্তাহিক শাখায় যাওয়া ও বাচ্চাদের গল্প বলা, ফ্রেন্ডস্ অফ বিজেপি, আমেরিকা শাখার প্রধান আডাপ্পা প্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, আরও কী কী অত মনে নেই। এখানে আমাদের যুব কর্মী আমাকে ঘোরালো হোয়াইট হাউস, ক্যাপিটল হিল ও এয়ার ডিফেন্স মিউজিয়াম। এই ডিসিতে অনেকবার মেট্রো রেলে চড়ার সুযোগ হয়েছে।

দু দফার ডিসি সেরে আবার ছোটা ২৫ তারিখ নিউ জার্সি হয়ে নিউইয়র্ক। সেখানে ITV তে সন্ধ্যা সাতটায় সাক্ষাৎকার যা তখনই সরাসরি সম্প্রসারিত হল। সেটা সেরে আর এক দফা বাঙালীদের সঙ্গে মিটিং গুজরাতী ভবনে। তারপর রাত দশটায় ম্যানহাটনে টাইমস্ স্কোয়ার দেখা। আর যেটা না দেখলেই নয়, গ্রাউন্ড জিরো দেখা, রাত তখন ১২ টা। ওটা নিউ ইয়র্কের অফিস পাড়া। চারিদিকে বিশাল উঁচু উঁচু বাড়ী। তার মাঝখানে লাদেন এঁকে দিয়েছে ইসলামের এক বিশাল চিহ্ন। চিহ্ন মানে এক বিশাল গর্ত। হয়ত এটাই প্রতীক। ইসলাম যেখানেই যাবে, সেখানেই তৈরী হবে মানবসভ্যতার গর্ত। যেমন সুসভ্য গান্ধার ইসলামের আগমনে আজ হয়েছে আফগানিস্তান যেখানে সভ্যতার লেশমাত্র নেই।

এসে গেল শেষদিন ২৬ আগষ্ট। সেদিনও বেলা ১১-টায় নিউ জার্সিতে শ্রী আনন্দ শঙ্কর পান্ডিয়া ও কাটারিয়াজীর সঙ্গে বৈঠক, তাঁদের আশীবার্দ নেওয়া। কিছু দরকারী কেনা কাটা করা, যা এখানে কাজে লাগবে। কোনরকমে কিছু খেয়ে নেওয়ার্ক বিমানবন্দর থেকে প্লেনে চেপে ঘরের ছেলে ঘরে – ভায়া দিল্লী।

আর দু-এক কথা যদি বলতে হয়, তাহলে বলব, সময়াভাবে ওখানে অনেক পরিচিত প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। তার জন্য খুব সংকোচে আছি। তবে হিউস্টনে আমার জীবনের অন্যতম আদর্শ ব্যক্তি স্বর্গতঃ ডাঃ সুজিত ধরের মেয়ে সুপ্রদীপ্তার বাড়ী যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম যা আমার অত্যন্ত আনন্দের। আর একটি কথা। আমি যতজন ভারতীয় বা বাঙালী পরিবারকে দেখলাম, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাদের ছেলেমেয়েদের মানসিকভাবে ভারতের সঙ্গে জুড়ে রাখার জন্য এবং ভারতীয় মূল্যবোধ সঞ্চারের জন্য। আরও একটা কথা। সকল হিন্দুত্ব কর্মীর ক্ষেত্রেই দেখলাম প্রায় প্রত্যেকের পত্নীরা স্বামীর এই আদর্শগত কাজের পূর্ণ সহযোগী। বয়স্ক এবং যুবক-সকলের ক্ষেত্রেই। এটা আমার ভালো না লেগে উপায় নেই। আর চকচকে রাস্তা, ডানদিক দিয়ে গাড়ী চালানো, জি.পি.এস, শুধুমাত্র ডাস্টবিনেই কাগজের টুকরো ফেলা, এয়ারপোর্টে ১০০-র বেশী গেট বা প্ল্যাটফর্ম, বাড়ীতে কাজের মেয়ের বড় গাড়ী চালিয়ে আসা, ঘন্টায় তার বেতন ১০ ডলার বা ৪৫০ টাকা–এসব তো আছেই।

হিন্দুর কফিনে লেখা হল 'কাফের'

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন সিন্ধুপ্রদেশের সাংঘারের হিন্দু সমাজকর্মী ও ন্যাশনাল ইউথ পার্লামেন্টের সদস্য প্রেমচাঁদ। মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে সারি দিয়ে রাখা ছিল মৃতদেহের কফিন ডালি। দেখা গেল পাকিস্তান সরকার প্রেমচাঁদের কফিনের উপর লিখে দিয়েছিল 'কাফের'। শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে মৃত্যুর পরেও এই অপমানসূচক শব্দ দেখে ন্যাশনাল ইউথ পার্লামেন্টের অন্য সদস্যরা ক্ষুব্ধ ও হতবাক্। আবার সরকার চালাকিরও আশ্রয় নিয়েছেন। প্রেমচাঁদের আত্মীয় নানক দাস যখন প্রেমচাঁদের দেহ দেখতে এলেন তখন কফিনের উপর লেখা 'কাফের' শব্দটি দেখা গেল ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ইউথ পার্লামেন্টের সদস্য আফ্জল বলেন 'তারা স্তম্ভিত'। প্রেমচাঁদকে হিন্দু বা মুসলিম ধর্মাবলম্বী নয় বলেও চিহ্নিত করা যেত। 'কাফের' শব্দটি চরম অপমানজনক। এটা করা হয়েছে ইসলাম নিয়মানুসারেই। ইসলাম বিশ্বের মানবসমাজকে সরাসরি দুই ভাগে ভাগ করে— মুসলমান এবং অমুসলমান কাফের। ''আল্লার কাছে অবিশ্বাসকারীরাই নিকৃষ্ট জীব; কারণ তারা (কোরানে) অবিশ্বাস করে" (৮/৫৫) ওরা কাফের।

চার মহিলা পুণ্যার্থী ধর্ষিতা

শ্রাবণ মাস জুড়েই চলে বাবা শিবের মাথায় জল ঢালা। গত ১৫ আগষ্ট শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার জল ঢালতে যাওয়ার পথে চার মহিলাকে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি ঘটে কাটোয়া থানার শ্রীখণ্ডে কাটোয়া-বর্ধমান প্রধান সড়কের ধারে। 'সংবাদ' সূত্রে প্রকাশ, রবিবারে একদল পুণ্যার্থী কাটোয়ায় গঙ্গাস্নান সেরে ঘটে জল ভরে গুসকরায় বর্ধমানেশ্বর শিবের মাথায় ঢালার জন্য কাটোয়া-বর্ধমান প্রধান সড়ক ধরে যাচ্ছিলেন। রাত আটটা নাগাদ গাঙ্গুলিডাঙ্গা ও শ্রীখণ্ড গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে চারজন মুসলমান আগ্নেয়াস্ত্র সহ দশজনের পুণ্যার্থী দলটির পথ আটকে দাঁড়ায়। ওই পুণ্যার্থী দলের বেশিরভাগ ভক্তই ছিল মহিলা। এরপর ওই মুসলিম যুবকেরা মহিলাদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পাঁচজনকে রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এই সময় একজন মহিলা এক যুবকের হাতে কামড়ে তার কবল থেকে ছুটে পালায়। দলের অন্যান্য সদস্যরা ও ওই মহিলা দৌড়তে দৌড়তে শ্রীখণ্ড ডাকবাংলো বাসস্ট্যান্ডে আসেন, যেখানে পুণ্যার্থীদের জল ও মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা বিশ্রামাগার তৈরি করেছিলেন। সেখানে এসে তারা সমস্ত ঘটনার কথা জানান। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। তাদের দেখে ওই চার ধর্ষণকারী আগ্নেয়াস্ত্র ছেড়ে পালায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন, চারজন মহিলা রক্তাক্ত অবস্থায় ঝোপে পড়ে আছে। বাসিন্দারা ওই চার ধর্ষণকারীকে চিনে ফেলে। তারা ওই মহিলাদের উদ্ধার করে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করে। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই রাতেই টহলরত পুলিশদের সমস্ত ঘটনার কথা জানান এবং ওই চারজনের নামে একটি লিখিত অভিযোগ করেন কাটোয়া থানায়। পরদিন সকাল পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পুলিশ না আসায় উত্তেজিত জনতা ডাকবাংলো বাসস্ট্যান্ডে কাটোয়া-বর্ধমান সড়ক অবরোধ করেন। ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া মাত্রই সাধারণ মানুষ পথে বসে পড়ে দোষীদের ধরার দাবীতে পথ অবরোধ শুরু করেন। অভিযুক্ত চার মুসলিম যুবক বাবলু শেখ (৩০), লালু শেখ (৩২), এরা দুজনই হল দুরমুট গ্রামের বাসিন্দা, আর গাঙ্গুলিডাঙার জামাই। আয়েচ শেখ (৩৮) ও মোমে শেখ (৩৫) এদের বাড়ি গাঙ্গুলিডাঙায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এরা চুরি, ছিনতাই, অস্ত্র কারবার বহুরকম সমাজবিরোধী কাজে অভিযুক্ত। গাঙ্গুলিডাঙা গ্রামটি মুসলিম গ্রাম। ক্ষিপ্ত জনতার ক্ষোভ একটা সময় ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন তারা গাঙ্গুলিডাঙার সকলকে হুঁশিয়ারি দেয় অভিযুক্তদের ধরে না দিলে সকলকে ভুগতে হবে। এরমধ্যে তারা দেখতে পায় আয়েচ ও মোমে গ্রামেই আছে। তারা তাদের ধরার জন্য তাড়া করেন। ওরা ছুটতে ছুটতে ছোট লাইন ধরে শ্রীখণ্ড গ্রামের দিকে পালাতে থাকে। শ্রীখণ্ড গ্রামের মাঠ ধরে যাওয়ার সময় সেখানকার বাসিন্দারা তাদের ধরে ফেলেন। তারপর শুরু হয় গণপিটুনি। প্রায় আধমরা অবস্থায় আনা হয় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে। বেলা তিনটে নাগাদ মারা যায় আয়েচ শেখ। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা মোমে শেখও মারা যায়। এখন প্রশ্ন ঃ পালিয়ে থাকা লালু শেখ ও বাবলু শেখের কি ধর্ষণের দায়ে শাস্তি হবে, নাকি সংখ্যালঘুর কোটায় ছাড়া পাবে?

চাতরায় শুদ্ধিযজ্ঞ ও হিন্দু সম্মেলন

হিন্দু সমাজকে অপমানিত ও নিগৃহীত করার মুসলিম প্রক্রিয়াটি আবার দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া থানার সুতানটিপাড় গ্রামে। ঐ এলাকায় মুসলিমরা তাদের একটি অনুষ্ঠানে চারটি হিন্দু বাচ্চাকে বাড়িতে ডেকে কৌশলে গোমাংস খাওয়ানোতে হিন্দুদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় কোন সহযোগিতা না পেয়ে তারা হিন্দু সংহতির কাছে আসে। গত ১৬ আগস্ট চাতরা বয়েজ স্কুলের বড় মাঠে হিন্দু সংহতি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহযোগিতায় এক বিশাল হিন্দু সম্মেলন ও শুদ্ধিযজ্ঞের আয়োজন করে। সারাদিনের এই কার্যক্রমে প্রভূত জনসমাগম ও বিশেষ করে মেয়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

ইস্কনের শ্রী তরুণ নিতাই দাস বহু উদাহরণ সহযোগে মুসলিমদের এই জঘন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাবার কথা উল্লেখ করেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী শুভরূপানন্দজী মহারাজ আরও তীব্র ভাষায় বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেন,- ''হিন্দু একতা ও অধিকারকে বিনষ্ট করতে মুসলিমরা বদ্ধপরিকর।'' তিনি বলেন, দাবী মত পাকিস্তান পাবার পরে মুসলিমদের আর এদেশে থাকার নৈতিক অধিকার নেই। হিন্দু যুবকদের সাহস ও শক্তি নিয়ে লড়াই করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। সভায় পূজ্য আশীষানন্দজী, ক্ষীরোদ মহারাজ ও সংহতির উপানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। সমবেত হিন্দু জনসাধারণ ও মা-বোনেরা যৌথভাবে অঙ্গীকার করেন, ভারত ও বাংলার বুকে মুসলিমদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। হিন্দু সংহতির অভিজিৎ মিশ্রর পরিচালনায় সভার কাজ পরিচালিত হয়। সভায় মেয়েদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় শিখা বিশ্বাস ও বিধু সিকদারের কণ্ঠে। সংহতির অভিজিৎ দাস, দুলাল সমাদ্দার সহ অনেকেই বক্তব্য রাখেন।

হরিণঘাটায় মনসা পূজায় বাধা

নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার পাগলাবাবার মন্দিরে গত চৈত্র মাসের মেলাতেই শুরু হয়েছিল মুসলিম আক্রমণ। মাধপুর গ্রামের রতন সরকারের বাড়ীর কাছে রাস্তার পাশে বটগাছ। গত ২৮ আগষ্ট শ্রাবণ মাসের শেষের মনসা পূজা উপলক্ষে ৫০ বছরের পুরানো বটগাছতলায় হিন্দুরা প্রতিবছরই মনসা পূজা করে থাকে। এবছরও মা মনসার প্রতিমা স্থাপন করে পূজা চলছে। গ্রামের মায়েরা দুধ কলা ও পূজা সামগ্রী নিয়ে মনসাতলায় আসতে শুরু করেছে। মসজিদ সমন্বয় কমিটির নেতা নজরুলের নেতৃত্বে একদল মুসলিম সশস্ত্র অবস্থায় পূজাস্থলে এসে পূজায় বাধা দেয়। মহিলাদের অভিযোগ, ঐ গুন্ডারা তাদের হুমকি ও গালাগালি দিতে থাকে। বটগাছের কিছুটা দূরে রাস্তায় উল্টোদিকে মুসলিমদের কবরস্থান। তাই তাদের যুক্তি, পাশে কাফেরদের পূজা হলে কবরস্থান নাপাক্ হবে। তাই এখানে কোন পূজা করা চলবে না, আর বটগাছও কবরস্থানের দখলে থাকবে। মাধপুর ও স্থানীয় হিন্দু যুবকরা রুখে দাঁড়ালে তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক ভোটভিখারী হিন্দু নেতা থানায় গিয়ে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি ও উত্তেজনা সৃষ্টির অজুহাতে পূজা বন্ধ করার জন্য চাপ দেয়। ফলে দফায় দফায় পুলিশি টহলদারি গাড়ি এসে হিন্দুদের মধ্যে ভয়ভীতি সৃষ্টি করে। সংহতির কর্মী রতন ও হেমন্ত সরকারের বাড়ীতে রাত দুপুরে তাদের হেনস্থা করে।।

হিন্দু সংহতির উৎসব সমাচার

গত ২৪ আগষ্ট রাখী পূর্ণিমাকে সামাজিক উৎসব রূপে সংহতির পক্ষ থেকে পালন করা হয়। কেষ্টপুর মির্দা মার্কেটে, হাসনাবাদ, ক্যানিং সহ অনেক স্থানেই রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। কোথাও জনসভা, কোথাও বা ঘরোয়া, আবার কোথাও বাজার, পাড়া, থানা সহ বিভিন্ন অফিস ও স্টেশনে সকল মানুষের হাতে রাখী পরানো হয়। সর্বত্র একটি বক্তব্য সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়—১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-কে আটকানো হয়েছিল এই রাখীবন্ধনের মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের জিন্নার মুসলিম লীগের বাংলা বিভাজনকে আমরা আটকাতে পারিনি। তাই সাধু সাবধান আগামীদিনের বাংলাকে বাঁচাতে।

দ্বিতীয় উৎসব জন্মাষ্টমী। ১লা সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শান্তিপুর বালিয়াডাঙা গ্রামে ধুমধামের সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয়। সকালে স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। দুপুরে আগত সকলকে প্রসাদ খাওয়ানো হয় এবং বিকালে বালিয়াডাঙা বারোয়ারী মন্দিরে একটি ধর্মীয় সভা হয়, সভাপতিত্ব করেন গুরুপদ হালদার ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনালেখ্য নিয়ে আলোকপাত করেন উপানন্দ ব্রহ্মচারী। ঐদিনই হরিণগাটা পাগলাতলা পাগলঠাকুর মন্দিরেও জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন শ্রীমন্থন আর্য্য, সুষেণ বিশ্বাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ রায়। আমতায় জন্মাষ্টমীকে আটকাতে প্রশাসন সকলপ্রকার চেষ্টা চালায়। কংসরূপী সংখ্যালঘুদের ভোটের কারণে সকলেই ভীত। তথাপি আমতা বাস স্ট্যান্ডে বক্স লাগিয়েই সভাটি করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সভাপতি তপন কুমার ঘোষ। অন্যান্যদের মধ্যে অমল বসু ও কান্তি সামন্ত উপস্থিত ছিলেন।

প্রেম যেখানে জেহাদ

একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে। কেরলের কম্যুনিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন অভিযোগ করেছেন— 'কেরলে মুসলিম মৌলবাদী জঙ্গিরা রাজ্যকে একটি মুসলিম গরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করিতে অর্থ ও যৌনতা উভয়ই ব্যবহার করিতেছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম বরণে প্ররোচিত করিতে টাকা পয়সার টোপ এবং তাদের নারীদের বিবাহ করার প্রলোভন, দুই-ই দেখানো হইতেছে'। শোযোক্ত ফাঁদটিকে 'প্রেম—জেহাদ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বাংলার অনেক নাবলিকা, সাবালিকা, শিক্ষিতা, অশিক্ষিতা সকলেই এই প্রেম জেহাদের 'জালে আটকে পড়ছে। প্রেম জেহাদ হল নিঃশব্দ সন্ত্রাস। সশব্দ সন্ত্রাস হল, বোমা বিস্ফোরণ, গুলি করে মারা, পণ বন্দি করা, ইত্যাদি। এতে হয়ত কিছু লোকক্ষয় বা অর্থ নষ্ট করবে। কিন্তু নিঃশব্দ প্রেম জেহাদে বহু মোমিনের জন্ম দেবে যাদের মধ্যে অনেকে হবে জেহাদী। আমাদের সংহতির কর্মীদের কাছে মাঝে মাঝে এমন ঘটনা আসে যে হিন্দু মেয়েকে মুসলিম যুবকরা নিয়ে গেছে। অনেক ঘটনা পাঠকরা পড়েছেনও। কিন্তু ইদানিং এত ঘটনা ঘটছে, ওইসকল মেয়েদের মা-বাবারা থানা পুলিশ করেছে, মেয়েকে উদ্ধার করতে পারেনি। মেয়ে ছেলেকে ভালোবাসেনি বা প্রেম করেনি, একরকম জোর করেই নিয়ে গেছে। কোথাও মেয়ের ভাই, বাবা, মা, তাদের কাতর আবেদন নিয়ে আমাদের কাছে আসছে তাদের উদ্ধার করার জন্য। রামপুরহাটের পূরবী পাত্রকে প্রেম জেহাদে ফাঁসিয়ে নিয়ে গেছে মালদার মোর্শেদ আলি। দ্বিতীয়, ঘাটালের পারমিতা দেকে (নাবালিকা) নিয়ে গেছে সিঙ্গুরের বাসের মির্দ্দার ছেলে শেখ রাজীব মির্দ্দা। তৃতীয়টিও এই ঘাটালের। নাবালিকা সুজাতা মালি কে নিয়ে যায় পীরতলার মুসলিম পাড়ার ছেলে। যদিও তিন মাস পরে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। চতুর্থ, দেবগ্রামের নুপুর দাসকে (নাবালিকা) জোর করেই নিয়ে যায় পাশের পাড়ার মোজাফফর রহমান। পঞ্চম, হরিণঘাটার দীপা বিশ্বাসকে নিয়ে যায় মিনাজুল মন্ডল। ষষ্ঠ, ফতেপুর অঞ্চলের সোমা রায়কে নিয়ে যায় মালীডাঙ্গার মুস্তাফা মন্ডল, পিতা মৃত আকবর মন্ডল। সপ্তম, আমতার নুপুর ঘোষকে নিয়ে যায় আমতা দেওড়ার শেখ মন্টু। এদের অনেকেই অষ্টম বা নবম শ্রেণীর ছাত্রী। পাত্রীর সকলের নামই পরিবর্তিত। সকল প্রেম জেহাদীকেই সনাক্ত করে ডায়েরী করা হলেও কোন কাজই প্রশাসন করে নি। পাত্র পাত্রীর কেউই একত্রে পড়াশুনা বা একই কর্মস্থল ছিল না। তথাপি মেয়েদের ফাঁসিয়ে নিয়ে তাদের জীবনকে অকালেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । এর বিরুদ্ধে সকলের সজাগ হওয়া প্রয়োজন। আর আমাদের ঘরের মেয়েদের এই 'প্রেম জেহাদ' সম্পর্কে সতর্ক করা অতি প্রয়োজন।

সম্প্রীতির শুভ প্রয়াস

জয়নগর থানার বহড়ু দিঘীর পাড় এলাকায় হিন্দু মুসলমানের বাস। ঈদের মাসে ঐ গ্রামে একটি মেলা হয়। মেলাটি যেখানে হয় তার চারপাশে হিন্দুদের মন্দিরও আছে। মেলাটিতে সকলে মিলেই আনন্দ করে। কিন্তু কিছু বৎসর যাবৎ গ্রামবাসীরা লক্ষ্য করছে যে, কিছু বহিরাগত উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা এই মেলায় এসে মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক উক্তি বা অশোভন আচরণ, অশ্লীল ইঙ্গিত করছে, যা এই পাড়ার সুস্থ পরিবেশকে নষ্ট করার আশঙ্কা। এরূপ অশ্লীল আচরণ বা অসামাজিক কাজে গ্রামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিঘ্নিত করতে পারে। গ্রামবাসীরা আশঙ্কিত এবছরও মেলায় বহিরাগতরা এসে এই কাজ করতে পারে। তাই গ্রামবাসীর অধিকাংশ মুসলিমরা সম্মিলিতভাবে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, গ্রামবাসীর মঙ্গলার্থে এবং শান্তি কামনায় এই অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই বৎসর থেকে যেন ঈদের মেলার অনুমতি না দেওয়া হয়। এই আবেদন তারা ব্লক থেকে জেলার সকল প্রশাসনের অধিকর্তাকে জানিয়েছেন। স্থানীয় মুসলিমদের এই শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটেছে কাছেই জীবন মন্ডলের হাটে হিন্দুদের শক্ত প্রতিরোধের পর। শেষ পর্যন্ত ৭ দিনের ইদের মেলা মাত্র ১ দিনে নমো নমো করে হয়েছে।

বিশেষ ঘোষণা ঃ আমাদের পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন পাওয়া গিয়েছে '' **স্বদেশ সংহতি সংবাদ**'' নামে। এখন থেকে পত্রিকা উক্ত নামে এবং প্রকাশকের নতুন ঠিকানায় প্রকাশিত হবে। সংহতি দপ্তরে আগের মতই পত্রিকা পাওয়া যাবে। সংবাদ পাঠানোর ঠিকানা হিন্দু সংহতি কার্যালয় ঃ ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ থাকবে এবং ফোন নং ০৩৩ ২২৫৭ ২৬৮৮।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>,<www.hindusamhatitv.blogspot.com> <southasiasambad.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans, Editor's Name & Address Chittaranjan Dey, Vill. Domjur, Near Hospital, P.O. & P.S. Domjur, Howrah, Pin - 700 405